"মোহাম্মাদুর্ রাছূলুলাহ্" (মুহাম্মাদ ﷺ আলাহ্‌র রাছূল) এই শাহাদাহ তথা সাক্ষ্যের অর্থ ও তাৎপর্য কি?

"মোহাম্মাদ ﷺ আলাহ্‌র রাছূল" এই সাক্ষ্যের প্রকৃত অর্থ হলো:- মোহাম্মাদ ﷺ মানব ও জিন জাতির প্রতি আলাহ্‌র প্রেরিত সর্বশেষ রাছূল, যার কাছে আলাহ্‌র পক্ষ হতে একের পর এক বার্তা বা সংবাদ আসে। তিনি ইলাহ বা উপাস্য নন এবং উপাস্য হওয়ার কোন গুণাবলী বা যোগ্যতা তাঁর মধ্যে নেই। তিনি শুধুমাত্র আলাহ্‌র একজন বান্দাহ ও রাছূল।
এই শাহাদাহ্ বা সাক্ষ্য প্রদানের দাবি ও চাহিদা হলো:-
(ক) রাছূল ﷺ যা আদেশ করেছেন তা যথাযথভাবে মেনে চলা।
(খ) তিনি যতসব সংবাদ দিয়েছেন, নির্দ্ধিধায়-নীসন্দেহে তা সত্য বলে বিশ্বাস করা।
(গ) তিনি যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা।
(ঘ) আলাহ্‌র নির্দেশিত এবং রাছূলের ﷺ অনুসৃত শরী'য়ত (নিয়ম-নীতি ও বিধান) অনুযায়ী আলাহ্‌র 'ইবাদত করা। শরী'য়তের মধ্যে নতুন কিছু যোগ বা সংযোজন করে কিংবা নিজের মনগড়া পন্থায় আলাহ্‌র 'ইবাদত না করা।
ক্বোরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতটি তাই প্রমাণ করে। আলাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:-

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

অর্থাৎ:- রাছুল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক। (ছূরা আল হাশ্‌র-৭)
"লা ইলাহা ইলালাহ" "মুহাম্মাদুর্ রাছূলুলাহ্" এ দু'টি সাক্ষ্য একই সাথে প্রদানের অত্যাবশ্যকতা থেকে একথাই বুঝা যায় যে, এ বাক্য ও সাক্ষ্য দু'টি একটি অপরটির সাথে অত্যন্ত নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যেহেতু এখানে প্রথম বাক্যটিতে বলা হয়েছে যে, আলাহ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই। তাই দ্বিতীয় বাক্যটি থেকে স্পষ্টতী বুঝা যায় যে, মুহাম্মাদ ﷺ কোন মা'বূদ নন, তিনি আলাহ্‌র বান্দাহ্ ও রাছূল। জিন ও মানবজাতির নিকট আল-াহ্‌র রিছালত সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেয়াই হচ্ছে মুহাম্মাদ ﷺ এর দায়িত্ব ও কর্তব্য। কারো উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা তাঁকে দেয়া হয়নি, এমনকি নিজেরও কোন কল্যাণ সাধন কিংবা অনিষ্ট থেকে নিজেকে রক্ষার কোন ক্ষমতা তাঁর নেই। অতএব কেউ তাঁকে (রাছূলকে) উপাস্যের পর্যায়ে নিয়ে গেলে তথা তাকে মা'বূদ মনে করলে তা হবে আলাহকে উপাস্য বা মা'বূদ বলে এবং মোহাম্মাদকে ﷺ আলাহ্‌র বান্দাহ ও রাছূল বলে অস্বীকার করা এবং আলাহ্‌র উলূহিয়্যাত ও মোহাম্মাদ ﷺ এর রিছালতের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা।
এমনিভাবে প্রথম বাক্যটি (লা ইলাহা ইলাল্‌লাহ) দ্বারা যেভাবে 'ইবাদতে আলাহ্‌র একত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং 'ইবাদতের একক হক্ব ও অধিকার আলাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তেমনি দ্বিতীয় বাক্যটি দ্বারা অনুসরণের একক মর্যাদা রাছূলের ﷺ জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ বিনা শর্তে রাছূলই হলেন একমাত্র অনুসরণীয়। এ কথার প্রমাণ হলো, আলাহ্‌র ﷺ এ বাণী:-

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .

অর্থাৎ:- নিশ্চয় তোমাদের জন্য আলাহ্‌র রাছূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (ছূরা আল আহযাব-২১)
তাই শুধু মুখে মোহাম্মাদুর্ রাছূলুলাহ (মোহাম্মাদ আলাহ্‌র রাছূল) বললে চলবেনা, বরং সাথে সাথে রাছূলের ﷺ যাবতীয় আদেশ নিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে, তাঁর সকল কথাকে নির্দ্ধিধায় সত্য বলে স্বীকার করতে হবে, একমাত্র তাঁর (রাছূলের) নির্দেশিত তরীক্বা অনুযায়ি আলাহ্‌র 'ইবাদত করতে হবে এবং অন্তরে দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, মোহাম্মাদ ﷺ কোন উপাস্য বা মা'বূদ নন, বরং তিনি শুধুমাত্র আলাহ্‌র একজন বান্দাহ ও তাঁরই (আলাহ্‌র) প্রেরিত সর্বশেষ রাছূল।